ফ্রা | ঙ্ক | ফু | র্ট

দ্বৈত নাগরিকত্ব

২০০০ সালের সংশোধিত জার্মানি নাগরিকত্ব আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী যেকোনো জার্মান তার নাগরিকত্ব হারায়, যদি সে আবেদনের মাধ্যমে অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। আইনটি প্রণয়নের পাঁচ বছর পর বর্তমানে এ আইনের কারণে জার্মানিতে বসবাসকারী প্রায় ৫০ হাজার তুর্কি এবং সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে আগত আরো বেশ কয়েক হাজার সাবেক জার্মানি পড়েছেন মহাবিপাকে। দুঃস্বপ্ন তাদের সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কারণ শুধু একটি। জার্মানি সরকারের ভাষ্যমতে, তারা সবাই নিজেদের অজ্ঞাতে ইতিমধ্যে জার্মানির নাগরিকত্ব হারিয়েছেন। সবাইকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে জার্মান পাসপোর্ট ফেরত দেয়ার জন্য। সবাইকে আশ্বস্ত করা হয়েছে এই বলে, জার্মানি আইনের দৃষ্টিতে তারা শুধু জার্মানির নাগরিকত্ব হারিয়েছেন, কিন্তু এ দেশে বসবাসের অধিকার হারাননি। এখনো অনেকে জানেনই না যে তিনি বেশ কয়েক বছর আগেই জার্মানির নাগরিকত্ব হারিয়েছেন, যদিও তিনি জার্মান পাসপোর্ট ঠিকই ব্যবহার করছেন।

জার্মানিতে ২০০০ সালে নাগরিকত্ব আইনে ব্যাপক সংস্কার করা হয়। সে বছর নতুন যে নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করা হয়, তার ২৫ ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে জার্মানিতে কোনো দ্বৈত নাগরিকত্বের অস্তিত্ব নেই। জার্মানদের অন্য যেকোনো দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণে কোনো প্রকার বাধা নেই। তবে কোনো জার্মানির যদি অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব আবেদনের মাধ্যমে গ্রহণ করে, তাহলে সে দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার জার্মানির নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যাবে। তবে শুধু জার্মানিতে জন্মগ্রহণকারী বিদেশী কোনো শিশু তার ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত পাসপোর্ট বহন করতে পারবে, যদি ঐ শিশুর পিতা অথবা মাতার যেকোনো একজন জার্মানিতে কমপক্ষে ৮ বছর যাবৎ বসবাস করে থাকেন। শিশুর বয়স ২৩ বছর পূর্ণ হলে তাকে দুটি পাসপোর্টের মধ্যে শুধু একটি পাসপোর্ট রাখার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্য পাসপোর্টটি বা নাগরিকত্বটি ছেড়ে দিতে হবে। এ ব্যতিক্রমটি ছাড়া জার্মানি নাগরিকত্ব আইনে দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পর্কে অন্য কোনো উল্লেখ নেই।

প্রবাসীদের জন্য
বিশেষ আকর্ষণ

বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন প্রবাসী বাঙালি...। আমরা চাই তাদের কথা জানতে, জানাতে। আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোনো অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা ১০০০

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ কাহিনী

নির্বাচিত ৫০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হবে বিশেষ সংখ্যা

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক প্রচারিত হবে চ্যানেল আই-এ

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি বই

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ
২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

লিখে ফেলুন গল্প
আর পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়

জীবনের গল্প
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল :info@shaptahik2000.com

জার্মানি নাগরিকত্ব আইনে নাগরিকত্ব হারানোর এ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্য দায়ী মূলত তুর্কিরা। উল্লেখ্য, জার্মানিতে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাসকারী তুর্কিদের অধিকাংশই দুটি পাসপোর্ট বহন করে- একটি জার্মান, অন্যটি তুর্কি। তুর্কি ছাড়াও অনেক দেশের নাগরিকরা একই সঙ্গে অবৈধভাবে দুটি পাসপোর্ট বহন করে। এদের অনেকেই স্বদেশে গিয়ে নিজেদের দ্বৈত নাগরিক বলে দাবি করে। বিদেশী নাগরিকদের জার্মান পাসপোর্টের পাশাপাশি অবৈধভাবে নিজ দেশের পাসপোর্ট রাখার মূল উদ্দেশ্য হলো স্বদেশে তাদের সম্পত্তির মালিকানা ধরে রাখা। নিজ দেশের পাসপোর্ট হারিয়ে কেউ পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে চায় না। অন্যদিকে জার্মান পাসপোর্ট নিয়ে ভোটাধিকারসহ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলো ভ্রমণের জন্য ভিসার বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেকেই জার্মান পাসপোর্ট পেতে চায় না।

অবৈধ দ্বৈত নাগরিকত্বের বেশ কয়েকটি ঘটনা উদ্ঘাটন হবার পর জার্মানি সরকারের টনক নড়ে ২০০০ সালে। তাড়াহুড়ো করে নাগরিকত্ব আইন সংস্কার করে দ্বৈত নাগরিকত্ব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। উদ্ঘাটন করা হয় প্রায় ৫০ হাজার তুর্কি বংশোদ্ভূত জার্মানির নাগরিক এবং আরো অনেকের মামলা, যারা গোপনে তুর্কি এবং অন্যান্য দেশের পাসপোর্ট বহন করছে। যারা ধরা পড়েছে তাদের সসম্মানে চিঠি দিয়ে নাগরিকত্ব আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী জার্মানির নাগরিকত্ব হারানোর কথা জানানো হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে জার্মান পাসপোর্ট জমা দিয়ে নিজ নিজ দেশের পাসপোর্ট নিয়ে এসে বসবাসের অনুমতি সংগ্রহ করার জন্য। কিন্তু এ ধরনের দ্বৈত নাগরিকরা জার্মানি বা নিজ দেশের পাসপোর্ট ছাড়তে রাজি নয়। আদালতের শরণাপন্ন হয়ে যুক্তি দেখিয়েছে যে, তারা নতুন নাগরিকত্ব আইন প্রণয়নের অনেক আগে থেকেই দুটি পাসপোর্ট বহন করে আসছে, যখন দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পর্কে জার্মানিতে কোনো প্রকার ধারণাই ছিল না। এখানেই ফেঁসে গেছে জার্মানি সরকার। ৫০ হাজারের বেশি নাগরিকত্ব কর্তন মামলা নিয়ে জার্মানি সরকার বর্তমানে দারুণ বিপাকে। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। যারা জার্মানির নাগরিকত্ব হারিয়েছে তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নিজ নিজ দেশের পাসপোর্ট ছেড়ে দিয়ে নতুন করে আবার জার্মানির নাগরিকত্ব বা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করার।

মোঃ ইসমাইল হোসেন বাবু
Friedberger Anlage 3
60314 Frankfurt, Germany

টো | কি | ও

জাপান গার্ডেন সিটি

একটি অভিযোগ অনেক প্রশ্ন

২০ মে সাপ্তাহিক ২০০০-এ 'একটি অভিযোগ অনেক প্রশ্ন' নামক জাপান গার্ডেন সিটির ওপর আমার লেখা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর দেশ-বিদেশ থেকে বিভিন্ন গ্রাহক ই-মেইল এবং টেলিফোন করে আমার সঙ্গে একমত হয়ে তাদের বিড়ম্বনার কথা জানান এবং যেকোনো পদক্ষেপে একাত্মতা প্রকাশ করেন। অথচ গার্ডেন সিটি কর্তৃপক্ষ কোনো প্রকার যোগাযোগই করে না, যা আমাকে যথেষ্ট পীড়া দেয়।

২৬ জুন আমি জাপান থেকে গার্ডেন সিটির জেনারেল ম্যানেজার সালেহ্ আকরামকে ফোন করি এবং কেন যোগাযোগ করছেন না জানতে চাইলে তিনি ধমকের সুরে বলেন, 'আপনি তো পত্রিকায় লিখেছেন, পত্রিকাওয়ালারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে, তারাই আপনাকে জানাবে'। আমরা প্রয়োজন মনে করিনি তাই যোগাযোগ করিনি। তাছাড়া আমরা আপনাকে চিনি না। আমরা দ্বিতীয় ম্যানেজমেন্ট। প্রথম ম্যানেজমেন্ট এখন আর নেই। যাদের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে, তিনি আমার গ্রাহক আইডি নাম্বার জানতে চান। সবকিছু জানানোর পর তিনি বললেন, এমন কিছু করবেন না, যাতে পরে আপনার ফ্ল্যাট পেতে অসুবিধা হতে পারে। কি ভয়ঙ্কর কথা! আমাকে তো চেনার তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমার নাম, ফ্ল্যাট নাম্বার এবং আইডি নাম্বারই কি যথেষ্ট নয়? টাকাও পরিশোধ করা আছে।

তার কথামতো কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট যদি পরিবর্তন হয়, তবে সে ক্ষেত্রে কি ক্রেতা স্বার্থের পরিবর্তন হবে? তাও আবার ক্রেতাদের না জানিয়ে! তা হলে তো সব গ্রাহকের চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন এবং প্যামফ্ল্যাট ও ক্রেতার চুক্তি অনুযায়ী মূল নকশার বাইরে অর্থাৎ ৪৩%-এ ভবন নির্মাণ এবং ৫৭%-এ বিভিন্ন অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, লেক, খেলার মাঠ ইত্যাদির বাইরে কোনো স্থাপনা তৈরি হলে এবং তা যদি ক্রেতাদের অগ্রাহ্য করে করা হয় তাহলে ক্রেতারা আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য। কারণ কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন। তখন আমি তাকে রিহ্যাবকে (REHAB) লিখিত অভিযোগ করার কথা জানালে তিনি বলেন, REHAB কেন আদালতে গেলেও আমাদের কিছু করতে পারবেন না বরং আপনারই ক্ষতি হবে। আর যদি পারেন তবে যা খুশি তা করেন গিয়ে, আমরাও দেখে নেব।

পরিশেষে সম্মানিত ক্রেতাদের অনুরোধ করবো কিস্তির টাকা পরিশোধ করার আগে নতুন ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে লিখিত নিয়ে নিন এবং পুরনো চুক্তিপত্র দেখে নিন। নতুবা সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করার পর আপনারাও বিড়ম্বনার শিকার হতে পারেন। বাংলাদেশে সবই সম্ভব।

Rahman Moni
rahmanmoni@gmail.com

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

সাপ্তাহিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ মুখপত্রে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা অফিস :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court, Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprojonmo@yahoo.com

n¨v | ¤ú | kv | qv | i

যদি কিছু না মনে করেন...

আমেরিকা এসেছি ছেলেদের কাছে। নানা উপলক্ষে এর আগেও এ দেশে আসার সুযোগ হয় কয়েকবার। এখানের ছিমছাম পরিবেশ ছাড়াও লোকজনের অমায়িকতা, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা ও প্রাকৃতিক শোভা আমাকে মুগ্ধ করে। নিজ দেশের সঙ্গে তুলনা করলে আকাশ-পাতাল তফাৎ। দেশের বিষয়ে হতাশ হই এই ভেবে যে, আসলেই দেশটা নষ্টদের হাতে পড়ে গেছে। আর এজন্য দায়ী সরকার, প্রশাসন- ব্যবসায়ী, এক কথায় শিক্ষিত

লোকজনই। যাহোক আমেরিকায় বসবাসরত আমাদের সোনার ছেলেরা কেমন আছেন, এ বিষয়ে আমার দেখা কিছু ঘটনা বলছি। ছেলের পরিচিত মহলে কয়েকটি বাসায় হাজির হয়েছি দাওয়াতে। সমবেত সবাই বেশ উচ্চশিক্ষিত অমায়িক, বিনয়ী ও আন্তরিক। সবার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। সবাই মিলেমিশে বসবাস করছে। কেউ ব্যবসা, কেউ পড়াশুনা আবার কেউ চাকরি করছেন। ভাবতে ভালো লাগে এই দেখে যে, দেশের দূষিত পরিবেশ থেকে এসে এমন সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করছেন আবার মাটির টানে দেশের জন্য, আপনজনদের জন্য ডলার পাঠিয়ে নিজ দেশের বিশেষ দরকারি বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দিচ্ছেন। খুবই ভালো লাগে যখন দেখি যে, নামাজের সময় হলে সবাই নামাজ আদায় করছেন। এখানে কেউ কাউকে বিরক্ত করে না। সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়। তারপরও বিভিন্ন দলের সমর্থকদের মধ্যে দেখা যায় চরম বিরোধ।

আমাদের সজ্জন, শিক্ষিত সোনার ছেলেদের কাছে অনুরোধ, আপনারা এমন মনোরম পারিবারিক পরিবেশে দয়া করে রাজনৈতিক বিষয়াদি টেনে আনবেন না। আপনারা দেশের ছোট বড় সব খবরই দেশবাসীর আগেই জেনে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা নিজ নিজ দলীয় সভা সমাবেশেই সীমাবদ্ধ রাখুন। অন্যান্য দেশের লোকেরা কী করে একবার লক্ষ্য করুন। এখন আমাদের আসল করণীয় কি তা ভেবে দেখুন। আমাদের মধ্যে একতা, সহমর্মিতা, সহ-যোগিতা বাড়ানো দরকার। বিশেষ করে বিদেশে আমাদের টিকে থাকার এবং অধিকার আদায় ও সংরক্ষণের প্রয়োজনেই কোনোভাবে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা মোটেই বিচক্ষণতার কাজ নয়। আসুন আমরা সবাই মিলে পণ করি, এখন থেকে আমরা পারিবারিক, ঘরোয়া ও সামাজিক মনোরম পরিবেশে রাজনৈতিক বিষয়াদি টেনে এনে সুন্দর পরিবেশটাকে নষ্ট করবো না।

মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
নশুয়া, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ইউএসএ

ই | টা | লি

রেসিপিতে শামুক ঝিনুক

ইটালিয়ান পাস্তা এবং পিজার সুনাম সারা পৃথিবীতে। পিজা, পাস্তা স্প্যাগেটির পাশাপাশি ইটালিয়ানরা শামুক-ঝিনুক খেয়ে থাকে। ঝিনুক এখানে অত্যন্ত জনপ্রিয় খাবার, তবে একটু

দামি। শামুক ও ঝিনুকের তৈরি খাবার যে এতো জনপ্রিয় তা ভাবাই যায় না। খাবার উপযোগী ঝিনুক-শামুক এখানে সাগরের মাঝে বিশেষভাবে চাষ করা হয়। সাগরের মাঝে বিশেষ খাঁচা তৈরি করে ঐ খাঁচায় চাষ হয় শামুক ও ঝিনুক। বাংলাদেশেও আমরা পারি ইউরোপ থেকে শামুক-ঝিনুক চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে শামুক-ঝিনুকের চাষ করতে। এই চাষের মাধ্যমে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে হয়তো যোগ করা সম্ভব ভিন্ন মাত্রা। শুধু ইউরোপে নয়, খাদ্য তালিকায় শামুক-ঝিনুক পৃথিবীর অনেক দেশেই জনপ্রিয়। আমাদের দেশেও শামুক-ঝিনুক হয়ে উঠতে পারে চিংড়ির মতো রপ্তানি পণ্য।

Islam Shaheedul
Piazza Unit'd Italia-2E, Vimercate-20059 (Mi), Italy
shakbidul@yahoo.com

সৌ | দি

না বলা কথা

দেশের অনেক লোক এখন সৌদি আসছে। তাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা সৌদি আসবেন না। আর যদিও আসেন তাহলে হাফার আল বাতেন আসবেন না। এই হাফার আল বাতেনে বহু লোক দেশ থেকে দুই লাখ থেকে দেড় লাখ টাকা খরচ করে বিদেশে এসেছে খুব আশা করে, কিন্তু এখানে এসে দেখা গেছে অনেক লোক মালিক খুঁজে পাচ্ছে না। না খেয়ে থাকতে হয়। কাজ নেই। খুবই কষ্টে আছে। তাদের কি হবে একমাত্র আল্লাহ জানেন। আর আমরা যারা সেলুনে কাজ করি, আমাদের কি হাল অবস্থা সেটা জেনে রাখা ভালো এই হাফার আল বাতেনে সেলুনের অভাব নেই। তারপর রয়েছে মরুভূমিতে হাজার হাজার সেলুন যেখানে লোক বাস করে দশ জন, সেখানেও সেলুন খুলে ভিসা দিচ্ছে মানুষ। তাদের কি উপায় হবে। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, ছেলে মেয়ে বাবা মাকে নিয়ে থাকতে পারবেন। আমার আত্মীয়স্বজন আমাকে বলেছিল বিদেশ না আসার জন্য। কিন্তু তাদের বিদেশ থেকে নেয়া জিনিসপত্র দেখে আমি আর লোভ সামলাতে পারিনি। এখন আমি বিদেশে এসে বুঝি বিদেশের কি অবস্থা, কতো কষ্টের বিনিময়ে মানুষ টাকা পাঠায় দেশে এবং জিনিসপত্র নেয়।

Tapan Sill
C/o M.A, P.O. Box-No, 504, Hafar-Al- Baten, Hafar-31991, K.S.A

প্যা | রি | স

মিউজিয়াম কারনাভালে

এসএফএম (SFM) ভাষা শিক্ষা সংস্থা থেকে টিচারদের সঙ্গে আমরা গিয়েছিলাম Musee Carnavalet (মিউজিয়াম কারনাভালে)। দিনটি ছিল মঙ্গলবার। খুব একটা রৌদ্রোজ্জ্বল ছিল না সেদিন। আকাশে কিছুটা মেঘলা মেঘলা ভাব ছিল। মাঝে মাঝে দু'এক ফোটা বৃষ্টি পড়ছিল। তার পরেও সবাই খুব আনন্দ সহকারে মিউজিয়ামে গেলাম। আমরা দুই গ্রুপের প্রায় ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী গেলাম। আবহাওয়া খারাপ থাকায় অনেকে যায়নি। দুপুর দেড়টায় আমরা SFM-এর হল রুমে সমবেত হই। এখান থেকে দুপুর ২টায় মিউজিয়ামের উদ্দেশে যাত্রা করি। ১৩ নং মেট্রো যোগে আমরা প্রথমে Champs-Elysees Clemenceau গিয়ে পড়ে সেখান থেকে ১নং মেট্রো যোগে Saint-Poul-এ গিয়ে নামি। এখনো প্রায় ১০ মিনিট পায়ে হেঁটে মিউজিয়ামে গিয়ে পৌঁছি। Marais এলাকার মাঝখানে Place des vosges থেকে মিউজিয়ামটি খুব একটা দূরে নয়। এই মিউজিয়ামটি Paris-এর স্মৃতি ধারণ করে আছে। ১৬ এবং ১৭ শতাব্দীতে এই বিল্ডিং তৈরি হয়। এই মিউজিয়ামে ১৪০টি কামরা আছে। এ কামরাগুলোতে Paris-এর ইতিহাস আদি যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ধরে রাখা হয়েছে। এসব কামরায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পেইন্টিং, কারুকার্য, হস্তশিল্প এবং বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র। বিখ্যাত রাজা Henri iv (হেনরি ক্যাথ), Made maiselle luzy (মনমজাইল লুজি) বিখ্যাত অভিনেত্রী, দার্শনিক Voltaire ভলটেকে এবং Jean Jacques Rousseau (জন জেক রুশু) মতো বিখ্যাতদের ছবি আছে। মিউজিয়ামের সামনে রয়েছে ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজা Louis xiv (লুই ১৪)-এর ছবি। এই মিউজিয়ামে আরো কয়েক কামরায় বিখ্যাত লোকদের ছবি আছে। সেখানে আগে থেকে অ্যাপয়েনমেন্ট নিয়ে যেতে হয়। সময় সংক্ষিপ্ত থাকায় বিকাল সাড়ে ৪টায় আমরা মিউজিয়াম ত্যাগ করি।

wgDwRqv‡gi mvg‡b ivRv
Louis xiv-Gi gwZ

শাহারা খান, প্যারিস, ফ্রান্স

মা | দ্রি | দ

বাংলাদেশের মেলা

Asociacion de Damas Diplomaticas-এর উদ্যোগে স্থানীয় Hotel Foxa. M-30-তে ২২ মে ৩৪টি দেশের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় এক আন্তর্জাতিক মেলা। স্পেনের রানী, সোফিয়া বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের উপস্থিতিতে স্বাগতম বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে মেলার উদ্বোধন করেন।

বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরতে দেশগুলোর খাবার ও হস্তশিল্পের তৈরি জিনিসপত্র মেলার স্টলগুলোতে রাখা হয় প্রদর্শনী ও বিক্রির জন্য। সংস্কৃতির অংশ হিসেবে কিছু দেশের নাচ ও গান পরিবেশন করা হয়।

বা | হ | রা | ই | ন

ফ্রি মেডিকেল সার্ভিস

৬ মে বাহরাইন বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে কিমস্ বাহরাইন মেডিকেল সেন্টারের সহযোগিতায় প্রবাসী বাঙালিদের জন্য আল-হালা ক্লাবে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার আয়োজন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিষদের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নিখিল রাজবংশী ও যুগ্ম সম্পাদক বকুল ভুঁইয়া। চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন ডা. ইকবাল শাহরিয়ার, ডা. হারিস মোহাম্মদ, ডা. মোহাম্মদ আনাস, ডা. তাজ উদ্দিন মোস্তফা, ডা. মনোজ কুরিয়ান ফিলিপ। অনুষ্ঠানে প্রায় ১ হাজার লোকের চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।

নিখিল রাজবংশী, বাহরাইন

বাংলাদেশী স্টলটি ছিল দু'অংশে বিভক্ত। প্রথমটিতে বাংলাদেশী পাঞ্জাবি, মহিলাদের থ্রিপিস, শাড়ি বিক্রি করা হয়। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ছিদ্দিকা আলম, সহযোগী ছিলেন বেগম তারেক। দ্বিতীয় স্টলটিতে বাংলাদেশীর খাবার শিঙ্গাড়া, সমুচা, মুরগির রোস্ট, শিককাবার, পাটিসাপটা পিঠা, বাংলাদেশের চা এবং হস্তশিল্পের ব্যাগ, বেল্ট ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মহেদুল, সহযোগী ছিলেন বেগম মহেদুল, মহিবুর রহমান, বেগম রহমান। ৮০টি লটারি প্রতিযোগিতা থেকে বাংলাদেশীরা সর্বমোট ১৭টি পুরস্কার পেয়েছেন।

Mohammed Abdul jalil khan
Ramon calabuig-62-Bj-B 28053. Madrid, Spain
0034-91-4780270/ 034-699777617

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি
বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com